



ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-এর ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমি ডিএমপি'র সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক হুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ পুলিশ দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। মহান মুক্তিযুদ্ধের এ বাহিনীর রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। পুলিশ বাহিনীর বীর সদস্যরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে আইন-শৃঞ্জলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা বিধানকল্পে জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে শ্বরণ করছি।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশের ভূমিকা অপরিহার্য। ঢাকা মহানগরীর জন-শৃঞ্চলা নিশ্চিত করা এবং জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা ঢাকা মেট্রাপলিটন পুলিশের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব জঙ্গিবাদ ও সম্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণে পাশাপাশি মহানগরীতে মাদক নিয়ন্ত্রণে ডিএমপি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে সন্ত্রাস দমনে ডিএমপি'র সিটিটিসি ইউনিট দেশ-বিদেশে প্রশংসা অর্জন করেছে। বৈশ্বিক করোনা মহামারীর প্রেক্ষাপটে সামাজিক দুরতু নিশ্চিত করাসহ সার্বিক জননিরাপত্তা বিধানে ডিএমপি'র ভূমিকা প্রশংসনীয়। নগরবাসীকে প্রত্যাশিত সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আস্থা অর্জনে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রাখবে-এ প্রত্যাশা করছি।

৪৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবদে আমি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অব্যাহত সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



রাষ্ট্রপতি হঞাত লী বাংলা বঙ্গতবন, সঞ্চা

24 27 1844





আসাদুজ্জামান খান, এমপি খবটো ময়গালয়

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভলগ্নে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল সদস্যকে জানাই উঞ্চ অভিনন্দন। মুজিব বর্ষেও তভ মুহুর্তে বিন্দ্রচিত্তে শ্বরণ করছি, সে সব অকুতোভয় বীর পুলিশ সদস্যদের যাঁরা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহান মুজিযুদ্ধের সূচনালগ্নো প্রথম প্রতিরোধের মাধ্যমে আত্মত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতা পুলিশ বাহিনীর মাঝে আজও প্রবাহমান।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশের মুখচ্ছবি। ঢাকা পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল এবং কর্মব্যস্ত নগরী। দেশের সকল রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাঞ্চের কেন্দ্রস্থল এই ঢাকা। ঢাকা মহানগরের সাবলীল গতিময়তা সমগ্র দেশের চিত্রকে প্রতিফলিত করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোয় জননিরাপত্তা ও শান্তি-শৃক্ষালা রক্ষায় একটি সুশৃক্ষাল পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সে লক্ষে নিরাপত্তা নিন্ঠিত করা, স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য দেশের স্বার্থে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি সর্বোপরি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িতৃটি আন্তরিকতা, মেধা, নিষ্ঠা আর সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন করে যাচ্ছে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে 'কুইক রেসপন্স টিম' এবং 'হট লাইন' প্রবর্তন, সাইবার বুলিং বিভিন্ন সেবামূলক 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' সহ পরিবর্ভিত নিত্য নতুন অপরাধের চ্যালেঞ্চ মোকাবেলা, দমন ও নিয়ন্ত্রনে অভাবনীয় দক্ষতা দেখিয়েছে। ইতোমধ্যে ৯৯৯ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় ও আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে

এছাড়া মাদক, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ঈর্মণীয় সাফল্য বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে। সর্বোপরি বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর দুঃসময়ে জনসাধারণের পাশে থেকে যেভাবে সেবা ও মানবিক কর্মকান্ডে মংশ্যাহণ করেছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনায় এবং বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

"মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার পুলিশ হবে জনতার" স্লোগানকে সামনে রেখে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতির পিতার স্বপ্লের সিঁড়ি বেয়ে সমৃদ্ধির পথে সোনার বাংলা বাস্তবে রুপদান ও মৃক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করতে বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও ডিএমপি অপ্রসৈনিকের ভূমিকায় থাকবে বলে আমি আশা করি।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু । বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।







ইলপেষ্টর জেনারেল অব পুলিশ বাংলাদেশ

বাংলাদেশ পুলিশের সর্ববৃহৎ ইউনিট ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবসের এই তভক্ষণে আমি এ ইউনিটের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক তভেজা ও অভিনন্দন।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এ আনন্দঘন মুহুর্তে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাছালি মহান স্বাধীনতার রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি শ্রদ্ধাভরে আরো স্মরণ করছি জাতির পিতার নির্দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের অকুতোভয় দেশপ্রেমিক বীর পুলিশ সদস্যদের। এছাড়া করোনা মোকাবেলায় ও আইন শৃঞ্চলা রক্ষায় কর্তব্য পালন করতে গিয়ে জীবন উৎসর্গকারী ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশসহ বাংলাদেশ পুলিশের অকুতোভয় দেশপ্রেমিক পুলিশ সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পেশাদারিত ও আন্তরিকতায় উত্তব্ধ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যগণের দক্ষতা, মনোবল ও দৃঢ় মনোভাবের কারণে বিশের অন্যতম জনবহুল রাজধানী ঢাকা মহানগরীর আইন-শৃঞ্জলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ মানক, জঙ্গিবাদ, সাইবার ক্রাইম, নারীর প্রতি সহিংসতা নিরসন ও নাশকতাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সম্মানিত নগরবাসীর আস্থা ও ভালবাসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ডিএমপি'র ট্রাফিক বিভাগ সুষ্ঠ ট্রাফিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নারী ও শিওদের সুরক্ষায় তাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ 'কুইক রেসপঙ্গ টিম' গঠন করেছে, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। এছাড়াও কমিউনিটি পুলিশিং ও বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে তাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ জনসাধারণের সাথে সুসম্পর্কের যে সেতৃবন্ধন তৈরি করেছে তা অতুলনীয়।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ আধুনিক প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি জ্ঞানে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে মহানগরীর আইন-শৃঞ্জলা পরিস্থিতির উত্তরোত্তর উন্নতির ধারা অব্যাহত রেখে শান্তি ও নিরাপদ মহানগরীর পরিবেশ বজায় রাখতে গুরুতুপূর্ণ অবদান রাখবে-এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সকল আয়োজন সার্বিকভাবে সুন্দর, দশ ও স্বার্থক হোক।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



ড. বেনজীর আহমেদ বিপিএম (বার)

## জননিরাপত্তা ও জনকল্যাণে ঢাকা মেটোপলিটন

বাংলাদেশ পুলিশের সর্ববৃহৎ ইউনিট ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে দেশের জনবছল রাজধানী ঢাকা মহানগরীর আইন চ্ছেলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার করার মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিধান করে আসছে। শান্তি শপথে বলীয়ান ডিএমপি পেশাগত দক্ষতা , জনশীলতা এবং জন অংশীদারীতকে কার্যকৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে।

মাত্র ১২টি থানা নিয়ে ডিএমপি যাত্রা হুক করলেও বর্তমানে ৫০টি থানার মাধ্যমে তার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অতিরিক্ত ইঙ্গপেন্টর জেনারেল পদমর্যাদার একজন কমিশনার এর নেতৃত্বে ০৬ জন অতিরিক্ত কমিশনার (ভিআইজি), ১০ জন যুগা-কমিশনার (অতিঃ ডিআইজি), ৫৪ জন উপ-পুলিশ কমিশনার(এসপি), ১৩৫ জন অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (অতিঃ এসপি), ১৪৯ জন সহকারী পুলিশ কমিশনার (এএসপি), ৮১৫ জন ইঙ্গপেয়র, ৩৪৪৫ জন সাব-ইন্সপেক্টর, ৩৯৬৪ জন এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর, ১১৯৭ জন নায়েক, ২০৮১৫ জন কনস্টবল এবং ৭৮১ জন সিভিল স্টাঞ্চ এর সমন্বয়ে বহুমাত্রিক এ সংগঠনের কর্মকান্ত পরিচালিত হচ্ছে।

বছরের গুরুতেই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্মধারায় ছন্দপতন ঘটে বৈশ্বিক অতিমারী করোনার আকস্মিক আক্রমন। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের উহান শহরে প্রথম নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর তা দ্রুতই বিশ্ববাাপী বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশে ৮ মার্চ, ২০২০ প্রথম রোগী সনাক্ত হয়। এর বিস্তার রোধে সরকার ২৬ মার্চ থেকে সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেন। মহানগরীর জনজীবন থমকে নাডায়। এহেন পরিস্থিতিতে আইন শুভজলা রক্ষা করার পাশাপাশি নাগরিকরন্দকে নির্দেশনা অনুসারে ঘরে থাকতে উদ্ভুক্ক করা, জরুরী চিকিৎসা ও সেবাধর্মী কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, অভাবী এবং নিম্লু আয়ের লোকদের নিকট ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেয়া ইত্যাদি কাজে ফুন্ট লাইনার হিসেবে ডিএমপিকে ভমিকা পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। আকস্মিক এ দূর্যোগ মানুষকে শংকিত করে তুলে। বিপুল সংখ্যক মানুষ রাতারাতি কর্মহীন হয়ে পড়ে। এক ধরনের অনিশুয়তা, অভাব, নিরাপন্তাহীনতা মানুষকে চেপে ধরে। এহেন দুর্দিনে নগরবাসী পাশে পেয়েছিল ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে। ভীতিকর পরিস্থিতি উপেক্ষা করে, জীবন বাজি রেখে ডিএমপির সদসারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনসারে নাগরিকবন্দের নিরাপরা প্রদানের পাশাপাশি তাদের মধ্যে করোনার বিস্তার রোধে প্রধান ভমিকা পালন করেছে। কর্মহীন দিনমন্ত্রর কিংবা লকডাউনে আটকে পভা মধ্যবিত্ত যখন খাদ্য কিংবা অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য দিশেহারা তখন ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে হাজির হয়েছে ডিএমপি। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সহায়তায় খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে বিতরণ করেছে তৈরী খাবার। চিকিৎসক ও আক্রান্ত মান্যজন যাতে হেন্ডার শিকার না হয় সেটি নিশ্চিত করেছে। পরিবার পরিজন কর্তক পরিত্যক্ত আক্রান্ত রাজিদের হাসপাতালে প্রেরণ করেছে ভয়ে ফেলে রাখা মৃত দেহের সংকারের ব্যবস্থা করেছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থার আণ বিতরণ কার্যক্রমে সহায়তা করেছে।

মানষের সাথে মিশে সম্বর্খসারীতে থেকে মানষের জন্য কাজ করতে গিয়ে ডিএমপি'র বাপেক সংখ্যক সদস্য করোনার আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আক্রান্ত দস্যগন বেশীরভাগ ব্যারাকে গাদাগাদি করে থাকার কারণে পারস্পরিক ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে দাড়ায়। আক্রান্ত পুলিশ সদস্যদের চিকিৎসার বাবস্তা করা এবং সংক্রমন রোধে অন্য সহকর্মীদের আইসোলেশনে রাখার এক নজির বিহীন চ্যালেঞ্চের মুখোমুখি হতে হয়। এ অবস্থায় ইঙ্গপেষ্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ ড. বেনজির আহমেদ, বিপিএম(বার) কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালকে দ্রুত কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরের নির্দেশ দেন অপরদিকে তার নির্দেশনা এবং নিবিভূ তল্লাবধানে ভিএমপি কমিশনার জনাব মোহাঃ শফিকুল ইসলাম, বিপিএম(বার) রাজারবাগ পুলিশ লাইস স্কুল ও কলেজসহ সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হোটেল, কমিউনিটি সেন্টারে পুলিশ সদস্যদের আইসোলেশনের ব্যবস্থা করেন। কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে রোণীর স্থান সংকুলান করতে না পারায় দু"টি ট্রাফিক ব্যারাককে অস্থায়ী হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরিপূর্ণ একটি বেসরকারী হাসপাতাল ভাড়া নেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে আক্রান্ত রোগীদের যেমন চিকিৎসা নিশ্চিত হয়, তেমনি কমতে থাকে নতুন করে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। কমিশনার মহোদয়ের নির্দেশে আক্রান্ত ও আইসোলেশনে থাকা পুলিশ সদস্যদের রুটিন মাঞ্চিক তিনবেলা উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কল্পে তাদের মধ্যে ভিটামিন সি এবং জিংক সমুদ্ধ ওমুধ সরবরাহ করা হয়েছে। আয়োজন করা হয়েছে নিয়মিত যোগ ব্যায়ামের। সকল পলিশ সদস্যাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ফেইস মাস্ক, হ্যাভ গ্রাভস, পিপিই, আইশিভ ইত্যাদি। আক্রান্ত সদস্যদের পরিবারের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখা হয়েছে। ডিএমপি'র এ ব্যবস্থাপনায় করোনা মোকাবেলার পাশাপাশি আইনশুজলা রক্ষা কার্যক্রম সম্ভোষজনকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে।

মাহামারী মোকাবেলার যদ্ধে ব্রতী হয়ে মানুহের কল্যাণে কার্জ করে ডিএমপি'র ২৬ জন অকুতোভয় সদস্য এবং ডিএমপি'র সাথে কর্মরত একজন মানসার সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। আমরা তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। এ পর্যন্ত ডিএমপি'র ৩২০২ জন সদস্য আক্রান্ত হয়েছেন। যার মধ্যে ৩১৬৫ জন সদস্য সৃস্থ হয়ে নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদান করেছেন।

বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে ক্রমবর্ধমান আর্থ সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে টেকসই নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিকল্প নেই। আর সেই টেকসই ব্যবস্থার জন্য পুলিশিং কার্যক্রমে জনগনের সহযোগিতা ও সম্পূক্ততা আবশ্যক। পুলিশ ও জনতার অংশীদারীত্বের মধ্যদিয়ে সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিরসন করা ডিএমপি'র অন্যতম কৌশল। ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পুলিশ জনতার দূরতু হাস করার জন্য বিদ্যমান বিট পুলিশিং ব্যবস্থা ইসপেষ্ট্রর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ মহোদয়ের নির্দেশনায় আরো জোরদার করা হয়েছে। 'বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সুমাজ গড়ি' স্লোগানকে সামনে রেখে ডিএমপি'র ৩০৬ বিটে দায়িত প্রান্ত বিট অফিসারগণ অপরাধ দমনের নিমিত্তে তথ্য সংগ্রহ করছেন। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অপরাধ ভীতি দুর করা এবং জনসম্পুক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুলিশ ভীতি দূর করার লক্ষ্যে কাজ করছে বিট পুলিশিং ব্যবস্থা। বিট পুলিশিং এর আওতায় ঢাকা মহানগরীর বাড়িওয়ালা, ভাড়াটিয়া তথা বসবাসরত সকল নাগরিকের তথা সংগ্রহ করে Citizen Information Manage-ment System(CIMS) নামক সকটওয়ারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। জানুয়ারী ২০২১ পর্যন্ত ৭৫,৭৯,৫৩৫ জন নাগরিকের তথ্য এ সকটওয়ারে সন্নিবেশিত ment System(CLMS) শান্ত ব্যক্তব্যালে বিষয় ব্যক্তব্যালিক ব্যক্তিকের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন করা সহজ্ঞতর হয়েছে। করা হয়েছে। এতে করে অপরাধ, জঙ্গি ও সন্ত্রাস মূলক কর্মকান্তে জড়িত ব্যক্তিদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন করা সহজ্ঞতর হয়েছে। ডিএমপি'র কাউন্টার টেররিজম এত ট্রাগন্যাশনাল ক্রাইম(সিটিটিসি) ইউন্টি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সন্ত্রাসবাদ বিস্তারের ঝুকি প্রতিরোধে কাজ করছে।

গাপাশি সন্ত্রাস্বাদ বিরোধী একটি প্রজন্ম গড়ে তুলতে গ্রহণ করা হয়েছে নানাবিধ উদ্যোগ। সন্ত্রাসী হামলার মাস্টার মাইড, অস্ত্র ও অর্থ যোগানদাতা, পুশিক্ষক, সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দাতা এবং মাঠ পর্যায়ে সক্রিয় সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে সঞ্চল দু:সাহসিক অভিযান পরিচালনা করে সিটিটিসি সারাদেশে সন্ত্রাসবাদের নেটওয়ার্ক বিদ্ধস্ত করেছে। ২০১৬ সালে হোলি আর্টিসানে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলার রহস্য উদঘটিন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পূঞ্জ গস্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার এবং সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের মাধ্যমে তদস্ত সম্পন্ন করে ইতোমধ্যে শান্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকার কল্যাণপুর, রূপনগর, আজিমপুর, দক্ষিণখান, কলাবাগান ও মোহাম্মদপুরে সিটিটিসি'র সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান সংক্রান্তে রুজুকৃত মামলা সমূহের তদন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে। কেবল মাত্র আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ দমন করা সম্ভব নয়। বিধায় এর বিস্তার রোধে প্রয়োজন সন্ত্রাসবাদের কারণ ও নিয়ামক, সপ্তাসবাদে উত্তুজ হওয়ার প্রক্রিনা, তরুণদের বিপ্রান্ত করার নানা কৌশল এবং সম্ভাসবাদের মাধ্যমে সমাজে অসহিষ্ণুতা সৃস্টির অপচেটা সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতা। সিটিটিসি বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাসবাদ ও <mark>অন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র নির্মান প্রকল্প</mark> এর আওতায় সিটিটিসি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সচেতনতা ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাছে। আয়োজন করা হয়েছে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা এবং নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, গবেষক, এনজিওকর্মী, সাংবাদিক, ধর্মীয় স্কলারসহ সংগ্রিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে ওয়াকিশপ। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার সহায়তায় স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের 'চ্যাম্পিয়ন অব পিস' হিসেবে গড়ে তুলে উগ্রবাদ বিরোধী একটি সহনশীল প্রজন্ম গঠনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ ছা<mark>ড়া সন্ত্রা</mark>সবাদের কারণ, গতি, প্রকৃতি ও ধরণ এবং প্রতিরোধের কৌশল চিহ্নিত করার লক্ষ্যে সম্ভাসবাদ বিষয়ক গ্রেষাণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অতিমারী করোনার কারণে মানুষ গৃহমুখী হওয়াতে ভার্ছুয়াল প্রাটফর্মে মানুষের অংশ গ্রহণ বেড়েছে। এক সমীকায় দেখা যায়, বাংলাদেশে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ১১২ মিলিয়ন ব্যক্তি ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন<mark>, যা ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ছিল ১০০ মিলিয়ন। অপরদিকে এক ধরনের অসাধু লোক সাইবার</mark> ম্পসে মানুষের সরল বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে মিখ্যা ও অসত্য তথ্য <mark>দিয়ে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করা</mark>র চেষ্টা করেছে। তাছাড়া সাইবার বুলিং, নারীদের ডিফেমেশন, প্রতারণা, পর্নোগ্রাফি, অর্থ আত্মসাৎ, হ্যাকিং এর মত অপরাধের প্রবন্তাও বৃদ্ধি পাচেছে। অপরাধের এ নতুন ধরন মোকাবেলায় নিরলসভাবে কাজ করছে সিটিটিসির সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগ। তাদের রয়েছে অত্যাধুনিক ভিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরি এবং ইন্টারনেট ইনভেন্টিগেশন ল্যাবরেটরি। ২০২০ সালে প্রায় ৮০০০ ব্যক্তি এ বিভাগের সেবা গ্রহণ করেছেন।

অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থাপনায় ৫০টি থানাকে কেন্দ্র করে ডিএমপি'র কার্যক্রম পরিচালিত হয়। করোনা কালে গতানুগতিক অপরাধ কমে আসলেও গত জুলাই ২০২০ থেকে অপরাধের সংখ্যা স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং ডিএমপিও পূর্ণ শক্তিতে কার্যক্রম ওরু করে। করোনা যুদ্ধের পাশাপাশি বিভিন্ন মামলার রহস্য উদঘাটনে সফলভাবে কাজ করে ভিএমপি'র অপরাধ বিভাগের সদস্যগণ। থানার সেবার মান উন্নয়নে রয়েছে সার্বক্ষনিক তদারকি ব্যবস্থা। থানায় মামলা এবং জিডি কজুকারী ব্যক্তিদের সাথে ডিএমপি সদর দশুর থেকে ফোনে যোগাযোগ করে তাদের মুল্যায়নের ভিত্তিতে নেয়া হচ্ছে কার্যকরী ব্যবস্থা। তাছাড়া নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের আইনানুগ সেবা গতিশীল করার জন্য প্রতি থানায় কার্যকরী আছে নারী ও শিশু সহায়তা ভেস্ক

মালামাল উদ্ধার এবং মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতারে ডিএমপি'র গোয়েন্দা বিভাগের অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য। করোনা অতিমারী তরুর প্রাঞ্জালে গত এপ্রিল, ২০২০ সময়ে রাজধানীর দৃটি ওষুধের দোকানে ডাকাতি ঘটনা বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যরা তাৎক্ষণিক ডাকাতদের গ্রেফতার ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে জনজীবনে স্বস্তি কিরে আসে। মানব পাচারে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা, সরকারী স্ট্যাম্প নকলকারী অপরাধ চক্রকে প্রেফতার অজ্ঞান ও মলম পার্টির বিকক্ষে সাড়াশি অভিযান, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে প্রতারণায় জড়িত চক্রকে গ্রেফ্তার ইত্যাদি কার্যক্রমে গোয়েন্দা বিভাগের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । আলোচ্য সময়ে ডিবি ৪৫ জন ডাকাতি মামলার আসামী, ৬৫ জন খুন মামলার আসামী, ১০২ জন পেশাদার চোর এবং ১৩৩৯ জন মাদক ব্যবসায়ীকে প্রেফতার করে।

নির্যাতনের শিকার নারী ও শিক্তদের দ্রুত <mark>আইনী</mark> সহায়তা, ভিকটিমদের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাসহ যাবতীয় পুলিশী সহায়ত<mark>া প্রদানের</mark> জন্য কাজ করছে ডিএমুপির উইমেন সাপোর্ট এ<del>ড ইনভেন্টি</del>গেশন <mark>বিভাগ। এ</mark> বিভাগের আওতায় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ২০০৯ <mark>সালে প্রতিষ্ঠার পর</mark> থেকে অদ্যাবধি ৬০০০ ভিকটিমকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০০০ <mark>শিশুকে বিভিন্ন সহ</mark>যোগী এনজিও এর সহায়তায় পুনর্বাসন করা হয়েছে। ২৫০০ নিখোঁজ শিশুকে তাদের অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। নির্যাতিত নারী ও শিতকে তাৎক্ষণিক আইনী সেবা প্রদানের জন্য অক্টোবর ২০২০ মাসে গঠন করা হয়েছে কুইক রেসপঙ্গ টিম এবং স্থাপন করা হয়েছে একটি <u>হট লাইন, যার নামার-০১৩২০-০৪২০৫৫। তাছাড়া অত্র বিভাগের ওয়েবসাইট (dmpwsid.gov.bd)</u> এবং ফেইজবুক পেজ (facebook.com/Women-Support-and-Investigation-Division-DMP) ব্যবহার করেও হয়রানির শিকার নারী ও শিত

ভিএমপি কর্তৃক নিস্পত্তিকৃত মামলা সমূহ বিজ্ঞ আদালতে <mark>উপস্থাপন পূর্বক বিচার কার্যে সহায়তা করে থাকে প্রসিকিউশন বিভাগ। সাক্ষী হাজির করা,</mark> গ্লেফতারী পরোহানা প্রেরণ ও নিস্পত্তি, সমন জারি, আসামী উপস্থা<mark>পন, বিচার ফাইলে</mark> ডকেট প্রেরণ, আলামত ধ্বংস ইত্যাদি কার্যক্রমে বিজ্ঞ আদালতের নাথে সমন্বয় পূর্বক দায়িতু পালন করে থাকে এ বিভাগ।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা প্রদান, প্রত্যাশী বিভিন্ন সংস্কার সাথে সমস্বয় সাধন করে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন, ভ্রাম্যমান আদালত ও উচ্ছেদ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এবং বিশেষ অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে নগরীর আইন শৃজলা রক্ষায় দায়িত পালন করে থাকে ডিএমপি'র অপারেশনস্ বিভাগ। করোনা মহামারীর নতুন বাস্তবতায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান আয়োজনে নিরাপত্তা প্রদানে নতুনভাবে নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে। কমিশনার মহোদয়ের নির্দেশনায় এ বিভাগের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, জাতীয় সংসদের ঢাকা-১০, ঢাকা-৫ এবং ঢাকা-১৮ এর উপনির্বাচন নিরাপদ পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা প্রদানে সদা তৎপর রয়েছে অপারেশনস্ বিভাগ।

ভিএমপি'র ট্রাফিক বিভাগের সদস্যগণ করোনাকালে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে দ্রুত করোনায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু আকত্মিক এ বিপর্যয় গামলে ট্রাফিকের সদস্যগণ তাদের দায়িতুে থাকেন অবিচল। তারা যান চলাচলে শৃঙ্গলা নিশ্চিত করার পাশাপাশি গণপরিবৃহনে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার জন্য যাত্রীদের মধ্যে লিফলেট ও মাক্ষ বিতরণ করেছেন। গণপরিবহনের শ্রমিক ও মালিকদের সাথে সভা করেছেন। বিভিন্ন উনুয়ন কাজের জন্য যান চলাচলের জায়গা সংকৃচিত হলেও ট্রাফিক বিভাগের সদস্যরা যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে অক্রান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি মগ্লিকান্ড ও সড়ক দুর্ঘটনা পরবর্তী কার্যক্রমে যাতে ভূমিকা রাখতে পারেন সে লক্ষ্যে তাদের ফায়ার ফাইটিং ও জাতীয় প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা সংক্রান্তে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ট্রাফিক মতিঝিল বিভাগের আওতায় ২০টি ট্রাফিক বব্বে নাগরিক সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

রাজধানী ঢাকার অবস্থানরত ৫০টি রাষ্ট্রের দূতাবাস/হাইকমিশনের নিরাপভা, রষ্ট্রেদ্ত ও তার সহকর্মীদের নিরাপভা,বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের নরাপত্তা ও রষ্ট্রেন্তগণের চলাচলের সময়ে ভ্রাম্যমান একট প্রদানের কাজটি করে থাকে ডিএমপি'র ডিপ্লোমেটিক সিকিউরিটি বিভাগ। করোনা মহামারীর বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে কুটনীতিকদের নিরাপত্তা প্রদানের সংবেদনশীল কাজটি দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে এ বিভাগের সদস্যরা। করোনা মোকাবেলায় বিভিন্ন দেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূতগণ তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এ বিভাগের সাথে। অফিসার ও ফোর্সের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য অয়োজিত এ বিভাগের যোগ ব্যায়াম কর্মসূচী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গমনাগমন এবং অনুষ্ঠান স্থলের নিরাপত্তা ব্যাবস্থাপনায় স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের ণাথে সমস্বয় করে কাজ করে ডিএমপি'র প্রটেকশন বিভাগ। দেশী বিদেশী সকল ভিভিআইপি, ভিআইপিগণের নিরাপন্তা, ভিআইপিগণের ক্লোজ প্রটেকশন এবং কেপিআই সমূহের নিরাপত্তা প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে প্রটেকশন বিভাগ।

ডিএমপি'র অপরাধ ব্যবস্থাপনা ও আইন শৃজ্ঞালা রক্ষায় প্রয়োজনীয় যানবাহন সরবরাহ, যানবাহনের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ করে থাকে পরিবহন বিভাগ এবং প্রকিউরমেন্ট ও ওয়ার্কশপ বিভাগ। ডিএমপি'র পরিবহন বহরে রয়েছে ১৫১৯টি বিভিন্ন ধরনের গাড়ী এবং ১৬১১টি মোটর সাইকেল। পরিবহ্ন বিভাগের এপিসি, ওয়াটার ক্যান্ন, কমান্ড ভ্যাহিকেল, হাই সিকিউরিটি প্রিজনার্স ভ্যান নগরীর আইন শৃত্রগা রক্ষায় ভরুত্বপূর্ণ অনুসংগ

ভিএমপি'র ভেভেলপমেন্ট বিভাগ বিভিন্ন নির্মাণ কাজের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে থাকে। এ বিভাগের দক্ষ ও পেশাদারী কার্যক্রমের কারণে করোনাকালীন ফোর্সের আবাসিক ব্যবস্থাপনা স্বাস্থ্য বিধির নিরিখে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। দ্রুততার সাথে পূর্বাঞ্চল পুলিশ লাইক সংস্কার করে পুরুষ ও মহিলা আইসোলেশন সেন্টারে রূপান্তর , উত্তরা আঞ্চলিক পূলিশ লাইন্সকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রূপান্তর এবং রাজারবাগ ট্রাফিক ব্যারাককে কোভিড হাসপাতালের অংশ হিসেবে রূপান্তর করা সন্তব হয়েছে। ২৪টি পুলিশ স্থাপনা (আঞ্চলিক পুলিশ লাইন্স, থানা, ফাঁড়ি) এর জন্য সংক্রিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় অধিগ্রহণ/বরান্দ এর কাজ সম্পন্ন করেছে ডিএমপি'র এস্টেট বিভাগ।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত অধ:ন্তন পুলিশ সদস্য, সিভিল স্টাফ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার্থে ডিএমপি কল্যাণ তহবিল ও ট্রাফিক কল্যাণ তহবিল থেকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করা হয়ে থাকে। গত বছর এ বাবদ ৮০,৭৪,৮০০ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ডিএমপি'র পদস্যদের সস্তানদের পড়ালেখায় উৎসাহ প্রদানের জন্য চালু আছে শিক্ষা বৃত্তি। গত বছর ৯১৫ জন ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ৮৭ লক্ষ টাকার শিক্ষা বৃত্তি, উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি ও শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া করোনায় নিহঁত পূলিশ সদস্যদের পরিবারকে মোট ৫৬,১৫,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান

পুলিশ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারনা, বিভ্রান্তি ও গুজবের অবসান ঘটিয়ে জনমনে ইতিবাচক ধারনা সৃষ্টি ও জনমত গঠনে ভূমিকা রাখছে ভিএমপি'র নিউজ পার্টাল www.dmp news.com পুলিশের গৃহীত ব্যবস্থা, অপরাধ সম্পর্কিত বিভিন্ন তধ্য, জনসচেতনতা মূলক আর্টিক্যাল ইত্যাদি প্রচার ও প্রকাশের মধ্যদিয়ে এ নিউজ পোর্টাল ৪৩,০৭,৪,২১০ জন পাঠকের দৃষ্টি আকষণ করতে পেরেছে। গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৫ লক্ষ পাঠকের পদচারনা ঘটে এ নিউজ পোর্টালে। তাছাড়া ডিএমপি'র অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুকে রয়েছে ৬,২৪,৭৫৬ জন ফলোয়ার।

পেশাগত দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে উত্তরোত্তর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনগনের অকুষ্ঠ সহযোগিতা, সমর্থন ও ওতেছো অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের বহুমাত্রিক সংগঠন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ(ডিএমপি) হয়ে উঠবে জন আস্থার কেন্দ্রবিন্দু, এ প্রত্যাশা আমাদের। গৌরবের পথে ডিএমপি'র অগ্নযাত্রায় প্রত্যেক নাগরিকের সহযোগিতা কামনা করছি।



কৃষ্ণ পদ রায় বিপিএম-বার, পিপিএম-বার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার(ক্রাইম এন্ড অপস্) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।



वात



প্রধানমন্ত্রী 39-976-3859

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমি এই ইউনিটের সকল সদস্যসহ বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে আন্তরিক হুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঞ্জলি, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদান্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের ভয়াল রাতে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধের সূচনা করেছিলেন। এর স্বীকৃতি স্বরূপ আওয়ামী লীগ সরকার ২০১১ সালে বাংলাদেশ পুলিশকে 'স্বাধীনতা পদক' -এ ভূষিত করে। জাতির পিতা স্বাধীনতার পরপরই দেশের পুলিশ বাহিনীকে জনগণের পুলিশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত পুলিশের সেবা বিস্তৃত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ৯ মে বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং ভাষণ প্রদান করেন। তিনি নবীন পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আপনাদের কর্মস্থল হয়তো অন্য জেলায়। কিন্তু আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবেন, সেখানেও হয়ত আপনার বাবার মত চেহারার মানুষ আছে, আপনার মা-বোনের মত চেহারার মহিলা আছে। আপনারা তাদের সেবক হবেন, তাদের শাসনকর্তা হবেন না।

২০০৮ সালের নির্বাচনে জনগণের অকুষ্ঠ সমর্থনে জয়লাভের পর থেকে এখন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সরকারে থাকার ফলে আমরা পুলিশের আধুনিকায়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। আমরা বাংলাদেশ পুলিশকে একটি দক্ষ ও পেশাদার বাহিনীতে উন্নীত করার লক্ষ্যে পুলিশের বাজেট ও জনবল ব্যাপক হরে বৃদ্ধি করেছি। গত ১২ বছরে পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে ১ হাজার ৫০১টি ক্যাডার পদসহ ৮২ হাজার ২৩১ টি পদ সৃষ্টি করেছি। তাছাড়া, প্রয়োজনীয় জনবলে নারী পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নত প্রযুক্তির সংযোজন, দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ, বিশেষায়িত নতুন নতুন ইউনিট গঠন, সময়োপযোগী আধুনিক উপকরণ সরবরাহ করছি। ফলে, পুলিশের কাজ বর্তমানে অনেক সহজ ও

বাংলাদেশ পুলিশের সর্ববৃহৎ ইউনিট হিসেবে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে মহানগরবাসীর প্রত্যাশা অনুযায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিরন্তর প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই। সাম্প্রতিক করোনা মহামারীর সময় পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যগণ জনগণকে সেবা দিতে গিয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। জাতির যে কোন ক্রান্তিলগ্রে এ বাহিনীর আত্মোৎসর্গকারী দেশপ্রেমিক বীর পুলিশ সদস্যদের গভীর শ্রন্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

আমি আশা করি, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হৃদরে সমুদ্রত রেখে সরকারের রূপকৃত্ব ২০২১ বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতায় রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্লের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে পুলিশ বাহিনীর সদস্যযুগ আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবেন। সেবা প্রত্যাশীদের সর্বোক্তম সহায়তা দিয়ে জনগণের আস্থা অর্জনে ব্রতী হবেন।

আমি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচীর

क्य वांत्ना, क्या वक्रवक বাংলাদেশ চিরজীবী হোক an entra শেখ হাসিনা





সিনিয়র সচিব प्रसद्धी प्रजनालय

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্গজয়ন্তীর প্রাঞ্জালে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে। সকল পুলিশ সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্কালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পুলিশ বাহিনীর যে সকল সদস্য স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আমি তাদেরকে এদ্ধাভরে স্বরণ করছি। আমি আরো স্বরণ করছি চলমান করোনা মহামারী মোকাবেলায় আত্মোৎসর্গকারী বীর পুলিশ সদস্যদেরকে।

দেশের সর্বাধিক জন অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে ঢাকা মহানগরীর শান্তি-শৃঙ্গলা রক্ষা, সন্ত্রাস ও অপরাধ দমন, জনগণের জীবন এবং সম্পদের নিরাপরা বিধানে নিরুলসভাবে অতন্ত্র প্রহরীর নাায় কাজ করছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। এ বাহিনীর সদসারা দক্ষতা, পেশাদারিত ও সাহসিকতার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করে যাচেছন। এছাড়া চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক ঘটনার রহস্য উৎঘটনে এ বাহিনীর সদস্যরা সুনামের সাথে দায়িত পালন করছেন।

ঢাকা মহানগরীর জনগণের সাথে সম্পূক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উদ্যোগে কমিউনিটি পুলিশিং, বিট পুলিশিং ও উঠান বৈঠকের উদ্যোগ এহণ করা হরেছে। অন্যদিকে নারী ও শিক্তদের দ্রুত আইনি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে 'কুইক রেসপন্স টিম' গঠন করা হয়েছে যা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রগতিশীল মানসিকতার সমন্বয়ে মহানগরবাসীর শাস্তি ও নিরাপন্তার লক্ষ্যে অনন্য ভূমিকা রাখছে। একুশ শতকের মহানগরবাসীর চাহিদা পূরণে প্রযুক্তির উৎকর্যতার সমস্বয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সেবা আরো বিস্তৃত, আধুনিক এবং যুগোপযোগী হবে এটিই আমার বিশ্বাস।

আমি আশা করি মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্গজয়ন্তীর প্রেরণায় উদ্ভুদ্ধ হয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪৬তম প্রতিষ্ঠা নিবসে সকল সদস্যাগণ নিবেলিতভাবে দেশের কল্যাণে কাজ করবেন।

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।









ঢাকা মেট্রাপলিটন পুলিপ

কমিশনার

গৌরবময় সেবার ৪৬ বছরে পদার্পণে সম্মানিত নগরবাসী এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক তভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ মাহেন্দ্রক্ষণে সম্রন্ধচিতে স্মরণ করি ঢাকা মেট্রোপলিটন পূলিশের সেই বীর সদস্যদের যারা জনশৃঙ্গলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দায়িত্বরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গ করেছেন।

বাংলাদেশ পুলিশের সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা দক্ষ ও এলিট ইউনিট হিসেবে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সক্ষমতা ও পেশাদারিত্বের এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। স্বীয় পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার মাধ্যমে সকল চ্যালেঞ্চ মোকাবেলায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বদ্ধপরিকর। নিত্য পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থা, মানবিক চাহিদা ও অপরাধ কৌশলের সাথে সামছস্যপূর্ণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ণজ হাতে সকল নৈরাজ্যকে মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার ধারাকে অব্যাহত রাখতে জীবন বাজি রেখে অর্পিত দায়িতৃ ও কর্তব্য অত্যম্ভ আম্ভরিকতা, দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করে চলেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যরা। আইনের শাসনের প্রতি অবিচল ও জন-অংশীদারিত্বে বিশ্বাসী ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সর্বদা সন্মানিত নগরবাসীর পাশে রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, ভিএমপি ওয়েবসাইট ও নিজস্ব অনলাইন নিউজ পোর্টালে সক্রিয় উপস্থিতির মাধ্যমে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমাদের আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত।

বৈশ্বিক এই করোনাকালীন দুঃসময়ে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িতু পালন ও জনগণের সেবা নিশ্চিত করাসহ অসহায়, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে খাদ্য সহায়তা পৌছে দিয়ে মানবিক পুলিশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। করোনা সংক্রমণ রোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, শহরের রাস্তায় জীবানুনাশক ছিটানো, করোনায় মৃত্যুবরণকারী মৃতদেহের সংকার ও নামাজে জানাযাসহ লাশ দাফন করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলো ডিএমপির পুলিশ সদস্যরা। ডিএমপির করোনা বিজয়ী পুলিশ সদস্যরা নিজেদের রভের প্লাজমা প্রদান করে অনেক সাধারণ নাগরিককে সুস্থ করে তুলতে ভূমিকা রেখে চলেছেন। করোনাকালীন নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ২৭ জন সদস্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। মহানগরীতে যে কোন পরিস্থিতিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সম্মানিত নাগরিকগণের পাশেই আছে এবং থাকবে।

দেশের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সবকিছুর প্রাণ কেন্দ্র ঢাকা মহানগরী। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের পদচারনায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় বিভিন্ন ধরণের অপরাধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ, মাদকদ্রব্য ব্যবহারের বিস্তার লাভ এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্বলিত অপরাধ সমূহ তথা সাইবার ক্রাইম নিরসনে ঢাকা মেট্রোপুলিটন্ পুলিশ কার্যকর কৌশুল গ্রহণ করে যাচ্ছে। নারী ও শিশুদের সহিংসতা রোধে কৃইক রেসপুঙ্গ টিম গঠনের মাধ্যমে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে জনমনে স্বস্তিকর আবহ সৃষ্টির লক্ষে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সদস্যরা নিরলসভাবে দায়িত পালন করে যাচ্ছেন।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস সফল হোক।

সকলের জন্য ওড কামনা।

মোহাঃ শফিকুর্ল ইসলাম বিপিএম (বার)

